যুগান্তর

তারিখ ... 12 NOV 2008 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ... ৪

নতুন নামে মাধ্যমিক স্তরে চালু হচ্ছে একমুখী শিক্ষা

বহুল আলোচিত ও আন্দোলনের মুখে বাতিল হয়ে যাওয়া 'একমুখী শিক্ষা' ব্যবস্থা ফের চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এবার শুধু নবম-দশম শ্রেণী নয়, গোটা মাধ্যমিক স্তরেই এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। তবে তা নতুন নামে— একমুখী'র পরিবর্তে এই পদ্ধতির নাম দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে 'একীভূত শিক্ষা'। আর এবার শুধু স্কুল নয়, মাদ্রাসার মাধ্যমিক বা দাখিলেও এ ব্যবস্থা চালু হবে। সূত্র জানায়, ২০১১ সালে এ পদ্ধতি চালুর প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা

প্রচারণা চালিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হবে। ফলে ২০১৩ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা নতুন পদ্ধতিতে নেয়া সম্ভব হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) আওতায় বাস্তবায়িত হবে নতুন প্রকল্পটি। এ লক্ষ্যে স্কুল ও মাদ্রাসার জন্য দু'জন পরামর্শকও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এই এসইএসডিপি'র কারিকুলাম শাখার পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন গাজী আহসানুল কবীর। তিনি ২০০৫ সালে 'একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা' বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে

চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি মঙ্গলবার বিকালে জানান, পদ্ধতি চালু হলে প্রথমেই মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলা পরিমার্জন করা হবে। পরিবর্তিত কারিকুলাম আধুনিব যুগোপযোগী, দক্ষতাভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক কে গড়ে তোলা হবে। নবম-দশম শ্রেণীতে দীর্ঘ অর্ধশত বছ ধরে চলমান বিজ্ঞান, মানবিক ও বিজনেস স্টাডিজ শাখ থাকবে না। কারিকুলাম এমনভাবে করা হবে যাতে কো শিক্ষার্থী ড্রপআউট করলেও সে কিছু করে খেতে পারে উদ্যোগের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার রাজধানীর বিয়া

(শেষ পৃষ্ঠার পর) দিনব্যাপী এক মেগাকর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্কুল-মাদ্রাসা প্রধানসহ সাধারণ শিক্ষকরা যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে একটি 'টাস্কফোর্স' গঠনের ঘোষণা দেন।

মাধ্যমিক শিক্ষায় সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সংস্কার প্রকল্প হচ্ছে 'একমুখী শিক্ষাক্রম'। বয়সের সঙ্গে শিক্ষার একটি ভারসাম্য এবং সমন্বয় ঘটানোর লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে মাধ্যমিকে এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ২০০২ সালে। তখন প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সচিবের (শিক্ষা) নেতৃত্বে ২১ সদস্যের জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। পরে মাধ্যমিক শিক্ষা খাত মানোন্নয়ন প্রকল্প (সেসিপ) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কমিটি গঠন, ৮ সদস্যের টেকনিক্যাল কমিটি গঠন, ৯ সদস্যের শিক্ষাক্রম কমিটি গঠন, ১২টি বিষয়ভিত্তিক কমিটি গঠন এবং সর্বশেষ শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে (২০০৫ সালের ৬ মার্চ) জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির সভায় একমুখী শিক্ষাক্রম চূড়ান্ত হয়। ওই বছরই ১২ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিপত্র জারির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে একমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের ঘোষণা দেয়া হয়। সে অনুযায়ী ২০০৬ সালে নবম শ্রেণীতে এ পদ্ধতি চালুর কথা। অর্থাৎ ২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষা ওই পদ্ধতিতে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রজ্ঞাপন ঘোষণার পর এ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যা লেখা হয়, একমুখী শিক্ষাক্রম নিয়ে ততটুকুই জানেন ছাত্র-শিক্ষক এবং অভিভাবকরা। ফলে বিষয়টি নিয়ে তুমুল বিতর্ক ওঠে। পদ্ধতিটি সম্পর্কে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক— সবাই অন্ধকারে ছিলেন। এছাড়া সরকারের প্রস্তুতির অভাব, পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপিও চূড়ান্ত না হওয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগ ছিল। ফলে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের নেতৃত্বে অভিভাবকরা তখন আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনের মুখে তা তখন বাতিল করতে বাধ্য হয় তৎকালীন সরকার।

তবে এবার যাতে এ নিয়ে কোন প্রতিবাদ বা আপত্তি না ওঠে সে বিষয়টি সামনে রেখেই এগুচ্ছে সরকার। একীভূত শিক্ষা এসইএসডিপি'র পরামর্শক গাজী আহসানুল কবীর জানান, এবার আর সেই আপত্তি উঠবে না। কেননা মঙ্গলবার শিক্ষাবিদদের নিয়ে সভা করা হল। সভায় ঢাকার নামকরা কলেজের অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, ঢাকার বাইরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এছাড়াও দু'বছর আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে কারিকুলাম তৈরি, সারাদেশে জরিপ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মতামত গ্রহণ, পাইলটিং, কারিকুলাম কমিটি গঠন ও বৈঠক, সর্বমহলের মতামত গ্রহণ এবং গোটা বিষয় রিভিউ করা হবে। আর যে টাস্কফোর্স গঠন করা হচ্ছে তারা নীতিমালা তৈরি করে নির্দেশনা দেবেন। ফলে আগের মতো আর আপত্তি আসার আশংকা থাকবে না।

একমুখী শিক্ষাক্রমেও নবম-দশম শ্রেণীতে আলাদাভাবে বিজ্ঞান, মানবিক এবং বাণিজ্যিক শাখা তুলে দেয়ার প্রস্তাবনা ছিল। তবে উচ্চ মাধ্যমিকে গিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ মতো বিজ্ঞান, কলা এবং বাণিজ্য শাখায় পড়ার সুযোগ পাবে। এ পদ্ধতি তুলে দেয়ার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, কিশোর বয়সে নিজে পছন্দ করে শাখা নেয়ার স্বাধীনতা এবং বুঝ-ব্যবস্থা থাকে না। যা ঘটে তা অভিভাবকের চাপিয়ে দেয়ার মতোই। সুতরাং শিক্ষার্থীর জন্য তা একসময়ে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাই একাদশেই এটা চালু করা ভালো। মঙ্গলবারের মতবিনিময় সভায়ও তিনি একই কথা বলেন।